সহাবস্থানের নীতিতে ঐক্য প্রচেষ্টা কেমন হতে পারে

আবুল বাশার নোমানী

ভূমিকা:

মুসলিম উম্মাহ আজ অসংখ্য দল ও ধারায় বিভক্ত। তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক আজ সহাবস্থান পর্যায়ও প্রতিষ্ঠিত নেই। এ সকল দল ও ধারার মধ্যে বর্তমানে সম্পূর্ণ বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান। যা একটি জাতির অধপতনের জন্য যথেষ্ট। তাই সচেতন মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, এ উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করনে এবং তাদের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। অন্তত মুসলিমদের আন্তঃসম্পর্ককে সহাবস্থান পর্যায় উন্নিত করতে পারলেও আমরা সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। এ প্রবন্ধে আমরা "সহাবস্থানের নীতিতে ঐক্য প্রচেষ্টা কেমন হতে পারে" নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

সহাবস্থানতো বটেই উপরন্তু মজবুত দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব কাম্য

কুরানুল কারীমে মুসলিমগণ একে অপরের ভাই বলে বর্নিত হয়েছে (তথ্য সূত্রঃ সূরা-হুজুরাত আয়াত-১০) মহানবী (সঃ) মুসলিমদের পারস্পারিক সম্পর্ককে একটি দেহের সাথে তুলনা করেছেন (তথ্য সূত্রঃ সহীহ মুসলিম ৬৭) মুসলিমদের একতাকে তিনি একটি দেয়ালের সাথে তুলনা করেছেন (তথ্য সূত্রঃ বুখারী ৪৮১ মুসলিম ৬৫) মহানবী (সঃ) বলেছেন মুমিনগন মিত্রতাপ্রবন। আর ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যে অন্যকে মিত্র বানায় না এবং তাকেও মিত্র বানানো যায় না। (মুসনাদে আহমাদ ৯১৯৯ মুসতাদরাকে হাকেম ১/২৩) উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস সমূহ থেকে ইহা একেবারেই পরিস্কার বুঝা যায় যে, সহাবস্থানতো বটেই মুলত মুসলিমদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব তথা মজবুত দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান থাকা জরুরী।

ঐক্য প্রচেষ্টা মূলত একটি ফরজ ইবাদত

মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্কের কোনরুপ অবনতি কিংবা বিচ্ছিন্নতার কোনো কারন ঘটলে সাথে সাথে তা সংশোধন করে নেয়া জরুরী। এই সংশোধন মূলক কাজ আঞ্জাম দেয়া, ঐক্য বজায় রাখা ও সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য বিবাদমান দু'পক্ষের বাইরে তৃতীয় পক্ষকে মহান আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করেছেন (তথ্য সূত্রঃ সূরা হুজুরাত আয়াত ১০) অতএব আল্লাহর এই নির্দেশ অনুযায়ী ঐক্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা অবশ্যই ফরজ ইবাদত হিসেবে গন্য হবে। বিবাদরত মুসলিমদের মধ্যে মিমাংশা করে দেয়া সালাত, যাকাত ও সাওমের চেয়েও বেশী ফজিলতপূর্ন বলে হাদিসে বর্নিত হয়েছে (তথ্য সূত্রঃ আবু দাউদ ৪৯২৯) মুসলিমদের মধ্যকার সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ঐক্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যে কতবড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তা এ হাদিস থেকে পরিস্কার বুঝা যায়।

ঐক্য প্রচেষ্টার পদ্ধতি বা তরিকা রাসুল (সঃ) থেকে গ্রহন করতে হবে

সালাত যাকাত সাওম প্রভৃতি যে কোন ইবাদত যেমন নবীর শেখানো তরিকা বা পদ্ধতি অনুযায়ী পালন করতে হয় তেমনি ঐক্য প্রচেষ্টা নামক ইবাদতটির মূল সূত্রও মহানবী (সঃ) থেকেই গ্রহণ করতে হবে এবং নবীর শেখানো তরিকায় ঐক্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে আল্লাহর কাছে অবশ্যই এর প্রতিদান পাওয়া যাবে।

মহানবীর (স:) জীবনে দু'ধরনের ঐক্য প্রচেষ্টা

১। **হাবলুল্লাহ তথা দ্বীন ভিত্তিক ঐক্য:**

পৃথিবীর মানুষদেরকে তাওহীদ ও দ্বীন ভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই মহানবী (স:) সারা জীবন দাওয়াতী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং এ ঐক্যকেই তিনি "আল জামায়াত" বলে অভিহিত করেছেন।

এক্ষেত্রে যে কেউ তাওহিদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহ মেনে নিলেই সে দ্বীনি ভাই হিসেবে পরিগনিত হয়ে যেত। (তথ্য সূত্র: সূরা আত-তাওবা আয়াত ১১)।

দ্বীনের মৌলিক বিষয় তিনি কোনোরূপ ছাড় দিতেন না। পক্ষান্তরে দ্বীনের শাখাগত ব্যাপারে তিনি খুবই উদারনীতি অবলম্বন করতেন। মহানবী (স:) বলেছেন কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি তার রাসুল এ কথার সাক্ষ্য দেয় এবং সালাত, যাকাত প্রভৃতি মৌলিক বিষয় মেনে নেয় তবে তার জান মাল নিরাপদ হয়ে গেল এবং তার বাকি (শাখাগত) বিষয় হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে (তথ্য সূত্র: বুখারী ২৫ মুসলিম ৩২)। দ্বীন ভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মহানবীর (স:) এই নীতিই বর্তমানে আমাদের অনুসরণ করা প্রয়োজন। দ্বীন ভিত্তিক ঐক্য এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। এ বিষয় আমার লেখা "মুসলিম ঐক্যের আহবান" বইতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক উক্ত বইটি এক নজর দেখে নিতে পারেন।

২। **সহাবস্থানের নীতিতে মহানবীর (স:) ঐক্য প্রচেষ্টা**

সহাবস্থানের নীতিতে মহানবীর (স:) ঐক্য প্রচেষ্টাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) **শুধু মুসলিমদের মধ্যে সহাবস্থানের নীতিতে মহানবীর ঐক্য প্রচেষ্টা:**

ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয় কিংবা সহাবস্থান ব্যহত হয় মুসলিমদের মধ্যে হঠাৎ এমন কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা সংঘটিত হলে সাথে সাথে তিনি তা মিমাংশা করে ফেলতেন এবং তা করতেন এমন ভাবে যে তাদের সম্পর্ক আগের তুলনায় বরং আরো বেশী মজবুতি অর্জন করতো। মহানবীর (স:) যুগে মুসলিমদের মধ্যে একাধিক দল না থাকায় ঐক্য ও সহাবস্থান বজায় রাখার জন্য শুধু এই মিমাংশা পদ্ধতিই যথেষ্ট ছিল।

উদাহরণ স্বরুপ:

- অষ্টম হিজরীতে মহানবী (স:) মক্কা আক্রমন করেন। এই বিষয় মসজিদে নববীতে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো এবং এ সিদ্ধান্তের কথা গোপন রাখার জন্য উপস্থিত সবাইকে তিনি নির্দেশ দেন। কিন্তু হাতেব (রা:) মক্কায় থাকা তার আত্মীয়দেরকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে চিঠির মাধ্যমে তাদেরকে এ সংবাদ অবহিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এ অপরাধে ওমর (রা:) তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হন এবং হাতেব (রা:) এর সামনেই তিনি বার বার এ জন্য রাসুলের (স:) কাছে অনুমতি চাচ্ছিলেন। মহানবী (স:) ওমরকে (রা:) বললেন ওমর থামো তুমি কাকে হত্যা করতে চাও হাতেব কি বদরী (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী) সাহাবী নয়? যাদের সকল গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? এ কথা শুনে আবেগে ওমর (রা:) কেঁদে ফেললেন এবং হাতেবকে (রা:) বুকে জড়িয়ে ধরলেন (তথ্য সূত্র বুখারী কিতাবুল মাগাজী)। উল্লেখ্য ওমর (রা:) নিজেও ছিলেন বদরী সাহাবী।

মহানবী (স:) যেন ওমরকে বুঝিয়ে দিলেন হাতেবের অপরাধের তুলনায় ইসলামের জন্য তার অবদান অনেক বেশী এবং তার এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। এরুপ বিচারে ওমরের (রা:) সাথে হাতেবের (রা:) সম্পর্ক যেন আরো মজবুত হলো এবং কোনরুপ সম্পর্কের অবনতি বা অনৈক্যের সম্ভাবনাও আর অবশিষ্ট রইলো না।

- মক্কা এবং হোনায়ন বিজয় হয়ে গেল মহানবী (স:) গনীমত বন্টন করছিলেন। কিছু আনসারী সাহাবীদের মনে শয়তান এই মর্মে কুমন্ত্রনা দিলো যে, ইসলামের জন্য তোমাদের অবদান অনেক বেশী অথচ তোমাদের নবী তার বংশীয় মুসলিমদেরকে বেশী গনীমতের মাল দিয়ে দিচ্ছেন। এ নিয়ে কানাঘুষা শুরু হলো। হয়তো এ নিয়ে প্রতিহিংসা ছড়ানো, অনৈক্য সৃষ্টি ও সহাবস্থান বিঘ্নিত হতে পারতো। কিন্তু মহানবী (স:) তা হতে দেননি। তিনি আনসারী সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন তোমরা কি এতে খুশি নও যে, আমার বংশীয়রা শুধু গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত ভেড়া এবং উঠ নিয়ে বাড়ি ফিরবে। আর তোমরা বাড়ি ফিরবে আল্লাহর রাসুলকে (সা:) সাথে নিয়ে? আনসারী সাহাবীদের মনে মহানবীর (স:) এ বক্তব্য কঠিন ভাবে নাড়া দেয়। অনুশোচনা ও আবেগে তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সহাবস্থান সবই অক্ষুন্ন থাকে (তথ্য সূত্র: সীরাতে ইবনে ইসহাক)।

(খ) <u>অমুসলিমদের সাথে সহাবস্থানের নীতিতে মহানবীর (স:) ঐক্যপ্রচেষ্টা:</u>

অমুসলিমদের সাথে সহাবস্থানের নীতিতে মহানবী (স:) দু' ধরনের ঐক্য নীতি অব্যাহত রেখেছিলেন।

<u>প্রথমত: কোনরুপ সন্ধি, চুক্তি বা সুল্হ ব্যতিত অমুসলিমদের সাথে স্বাভাবিক সহাবস্থান নীতি।</u>

এ নীতি শুধু ঐ সকল অমুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিলো যারা মুসলিমদের সাথে কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। সূরা মুমতাহিনার ৮নং আয়াতের ভিত্তিতে মহানবী (স:) এ নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত: সহাবস্থানের নীতিতে অমুসলিমদের সাথে সুল্হ বা ইস্যু ভিত্তিক সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে <u>ঐক্য প্রচেষ্টা:</u>

ষষ্ঠ হিজরীতে মক্কার পৌত্তলিকদের সাথে "সুল্হে হোদাইবিয়া" এবং মদিনার পৌত্তলিক দু'গোত্র আউস ও খাযরাজ এবং ইয়াহুদিদের তিন গোত্র বনু নজীর, বনু কুরায়জা ও বনু কাইনুকার সাথে সম্পাদিত "মদিনার সনদ" প্রভৃতি এর উদাহরন। সুরা নিসার ১২৮ নং আয়াতে "সুল্হ" বা ইস্যু ভিত্তিক সমঝোতা চুক্তিকে উত্তম বলা হয়েছে এবং সুরা আনফালের ৬১ নং আয়াতে অমুসলিমগন ইস্যু ভিত্তিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে আগ্রহী হলে নবীকে (স:) তা সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সুল্হ বা সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের সহাবস্থানমুলক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। এতে উভয়পক্ষ নানান ভাবে লাভবান হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষন মতে হুদাইদিবার সুল্হের কারনেই মক্কাবিজয় তরান্বিত হয়েছিলো এবং এ সুল্হ সম্পন্ন হওয়ার পর মাত্র দু'বছর যেতে না যেতেই মক্কা বিজয় হয়ে যায় এবং এ কারনেই হোদায়বিয়ার সুলহ্ বা সমঝোতা চুক্তিকে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। (তথ্য সূত্র: সূরা আল-ফাতাহ্, আয়াত-১)।

সহাবস্থানের নীতিতে ঐক্য প্রচেষ্টা ও আমাদের করনীয়:

মহানবী (স:) ঐক্য প্রচেষ্টা নিয়ে উপরে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এবার মহানবীর ঐক্য প্রচেষ্টার পদ্ধতি অনুসরন করে আমরা কিভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারি তা নিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করবো।

(ক) **প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ প্রয়োজন:**

ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য হঠাৎ করে ঐক্যের ডাক দেয়া এবং দু'একটি সভা সমাবেশ করে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়া কোনক্রমে যুক্তি সঙ্গত কাজ নয়। এরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছুতেই সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং এজন্য প্রয়োজন স্থায়ীভাবে চলমান একটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। যা কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবিরামভাবে ঐক্যের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকবে এবং বর্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠান এ মহত কাজ কম বেশী আঞ্জাম দিচ্ছে তাদের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এভাবে ঐক্য প্রচেষ্টা গতিশীল হবে এবং কাঙ্খিত সাফল্যও তরান্বিত হবে।

(খ) **অনৈক্যের কারন সনাক্ত করন ও তা দূরী করণের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ:**

পবিত্র কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে "বাগাওয়াত" তথা প্রতিহিংসা বা পারস্পারিক বিদ্বেষকে অনৈক্যের কারন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা বাক্বারাহ আয়াত ৯০, ২১৩, সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৯, সূরা জাছিয়া আয়াত ১৭ প্রভৃতিসহ বিভিন্ন আয়াতে এ তথ্য বর্নিত হয়েছে। মূলত প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষপূর্ন আচরনের কারনেই অনৈক্য তৈরী হয়। দু:খজনক হলেও সত্যি যে, অনেক দ্বীনের দা'য়ীদেরকেও দেখা যায় বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীনতার নামে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের বিরুদ্ধে এমন সব অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করেন যার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। এ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে "ইসলামে প্রতিবাদের ভাষা" নামে একটি বই প্রকাশ করা যেতে পারে। বইটি ঐক্য প্রচেষ্টার অনুকূলে গুরুত্বপুর্ন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

(গ) **সমন্বয়কারী ওলামাবোর্ড গঠন:**

বিভিন্ন দল ও ধারার থেকে প্রতিনিধি হিসেবে বিদগ্ধ ওলামা ও মুসলিম স্কলারদের নিয়ে একটি সমন্বয়কারী বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। যারা হবেন উম্মার আস্থাবান ব্যক্তি। যাদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত সকল দল ও ধারার মুসলিমগন সতর্স্ফুতভাবে নির্দ্ধিধায় আস্থার সাথে মেনে নিতে পারবেন।

(ঘ) **এদেশের অমুসলিমদের সাথে সুল্হ বিহীন সহাবস্থান নীতি প্রযোজ্য:**

এদেশে অবস্থানরত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান প্রভৃতি জাতির সাথে মহানবীর (স:) সুল্হ বিহীন সহাবস্থান নীতি প্রযোজ্য হতে পারে। অমুসলিমদের হক বা অধিকার সম্পর্কে যত্নবান হওয়া এবং এ বিষয় একটি বইও প্রকাশ করা যেতে পারে। যা অমুসলিমদের সাথে সহাবস্থান নিশ্চিত করবে, তাদেরকে ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে সাহায্য করবে এবং এতে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্টও হবেন।

(ঙ) **খিলাফতে বিশ্বাসী নয় এমন মুসলিমদের সাথে সুল্হ করা যেতে পারে:**

যে সকল মুসলিম দল ও ধারা ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফত ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয় বরং তারা বিভিন্ন অনৈসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতি করে থাকেন তাদের সাথে সুল্হ বা ইস্যু ভিত্তিক সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে সহাবস্থানের নীতিতে ঐক্য প্রচেষ্টা চলতে পারে। অর্থাৎ তারা সম্মত হলে তাদের সাথে ইস্যুভিত্তিক চুক্তির মাধ্যমে ঐক্য ও সহাবস্থান নিশ্চিত করা যেতে পারে।

(চ) <u>খিলাফতে বিশ্বাসীদের মধ্যে সুল্‌হ কাম্য নয়:</u>

মুসলিমদের যে সকল দল ও ধারা খিলাফত ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং ইসলামকে পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে বিশ্বাস করেন তাদের মধ্যে সুলহ্ নয় বরং পুর্নাঙ্গ দ্বীনি ঐক্য ও মজবুত দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দ্বীনের মৌলিক ও ঐক্যমতপূর্ন বিষয় সমূহ যৌথ কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা এবং দ্বীনের অমৌলিক ও মতানৈক্যপূর্ন বিষয় ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা তৈরী করে তা অনুসরন করা যেতে পারে। এভাবে দ্বীন ভিত্তিক ঐক্য প্রচেষ্টা চলতে পারে।

আর যদি এমনটি সম্ভব না হয় তবে মুসলিম উম্মার বৃহৎ স্বার্থে এসকল দল ও ধারার মধ্যেও সহাবস্থানের নীতিতে সুল্‌হ বা ইস্যু ভিত্তিক সমঝোতা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ঐক্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

উপসংহার: আমরা যদি নিজের মর্যাদার চেয়ে ইসলামের মর্যাদা এবং নিজের স্বার্থের চেয়ে উম্মার স্বার্থকে বড় করে দেখি এবং "বাগাওয়াত" তথা প্রতিহিংসা, অহংকার এবং বিদ্বেষ পরিহার করে ইখলাসের সাথে ঐক্যের জন্য এগিয়ে আসি তবে মহান আল্লাহ অবশ্যই আমাদের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ তৈরী করে দেবেন।

মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

----------o----------